সাধারণ ব্যাংকিং আইন এবং অনুশীলন (LPGB)

For JAIBB

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024

Do not copy or share this material; the author worked hard on it and holds the copyright.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
MBL Asset Management Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
বাংলাদেশ ব্যাংকA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 250Tk.

MetaMentor Center

For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01917298482

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	*পার্ট-১:*	পৃষ্ঠা নং
১	মডিউল-এ: *আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত আইন*	৫-১৯
২	মডিউল-বি: *আর্থিক উপকরণ-সম্পর্কিত আইন*	২০-২১
৩	মডিউল-সি: *আর্থিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আইন*	২২-২৫
৪	মডিউল-ডি: *ব্যবসা-সম্পর্কিত আইন*	২৬-৩৬
৫	মডিউল-ই: *তথ্য এবং তথ্য-সম্পর্কিত আইন*	৩৭-৩৭
৬	মডিউল-এফ: *সাধারণ আইন*	৩৮-৩৮
	পার্ট ২:	
৭	মডিউল-এ: *ব্যাংকিং ব্যবসার ওভারভিউ*	৩৯-৪৪
৮	মডিউল-বি: *আমানত হিসাব এবং অপারেশন*	৪৫-৫৪
৯	মডিউল-সি: **নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট ১৮৮১**	৫৫-৬৭
১০	মডিউল-ডি: **সাধারণ ব্যাংকিং**	৬৮-৭৫
১১	মডিউল-ই: **অর্থ ব্যবস্থাপনা**	৭৬-৭৯
১২	মডিউল-এফ: **অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম**	৮০-৮২
১৩	*সংক্ষীপ্ত টীকা*	৮৩-৯৭
১৪	*পার্থক্য*	৯৮-১০৭
	বিগত বছরের প্রশ্ন	১০৮-১১১

MetaMentor Center

Part- I

Module A: Financial Institutions Related Laws

- Bangladesh Bank Order, 1972; Bank Company Act, 1998; Financial Institutions Act, 1993; Artho Rin Adalat, 2003

Module B: Financial Instrument Related Laws

- Negotiable Instrument Act, 1881; Note Refund Regulations, 2012

Module C: Financial Activities Related Laws

- Foreign Exchange Regulation Act, 1947; Money Laundering Prevention Act, 2012; Anti-terrorism Act, 2009

Module D: Business Related Laws

- Company Act, 1994; Contract Act, 1872; Transfer of Property Act, 1882; Limitation Act, 1908; Bankruptcy Act, 1997; Customs Act, 1969; Stamp Act, 1899; Partnership Act, 1932; Registration Act, 1908

Module E: Information and Data Related Laws

- Bankers Book Evidence Act, 1891; Information and Communication Technology Act, 2006; Digital Security Act, 2018; Right to Information Act, 2009

Module F: General Laws

- Bangladesh Environment Conservation Act, 1995; Power of Attorney Act, 2012; Bank Deposit Insurance Act, 2000

MetaMentor Center

Part-II

Module A: Overview

• Bank, Types of Banks, Functions of Banks, Areas of General Banking, Customers, Relationship with the customers, Rights & Obligations of banks & customers, Providing services in accordance with customer acceptance policy & schedule of charges Module

Module B: Deposit Accounts & Operation

• Customer and UCIC (Unique Customer Identification Code) KYC, e-KYC, CDD (customer due diligence), EDD, PEPs/IPs, Beneficial Owner, Types of Deposit Accounts, Procedures of opening of Accounts and relevant documents required for opening of accounts, introduction, Letter of thanks, Sanction screening, Opening of Account through digital Platform, Issuance of Cheque book.

Module C: Negotiable Instruments Act 1881

• Negotiable Instrument, Promissory note, Bill of exchange, Cheque, Drawer & Drawee, Payee, Holder, Holder in due Course, Payment in due Course, inland instruments, foreign instruments, Negotiation, Endorsement, Effect of endorsement, Cheque payable to order, effect of material, revolution of bankers' authority, crossing of cheques & its effects, Collecting Banks' responsibility.

Module D: General Banking

• Debit Cards, Internet banking, Transfer of accounts, standing instruction, Stop & lost payment instruction & its revocation, Dormant accounts and its revival, unclaimed deposit accounts, closing of accounts, Operation of minor students, no-frills, Incapacitated-sick-disabled accounts, Resident & Non-Residents Accounts, Accounting entries related to deposit/withdrawal/transfer of money. Fees and commission, charging interest in deposit/loan accounts, encashment of deposit accounts, Tax and Excise duty, Issuance and payment orders, Demand draft, Telegraphic Transfer, Cancellation and Duplicate Issuance, BACH operation management, BEFTN, NPSB and RTGS.

Module E: Cash Management

• Demand and time liabilities (DTL), Calculation and maintenance of CRR, Maintenance of clearing accounts with Bangladesh Bank and other banks, Vault limit and transit limit management, Insurance Coverage, Management of cash in vault, Counter, ATM and feeding branches, Handling of Mutilated/Torn/ soiled/ issue/re-issue and fake notes, Purchase, sell of prize Bond, Maintenance of security stationary, stamps, safe in-safe out Registrar, Management of Locker and safe custody services, Inward and outward bills for collection (IBC and OBC), e-chalan, A-chalan, E-gp. Payment foreign inward remittance (COC and A/C payee)

Module F: Other General Banking

• Reconciliation/ checking of daily activity report, DCFCL, Management and Preservation of records, Documents and Vouchers, checking of daily statement of affairs/income and expenditure related statement, balancing of all heads of general ledger (GL)

MetaMentor Center

পার্ট: মডিউল-এ
আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত আইন

প্রশ্ন-১ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করুন? (13 জুন)

১. **মুদ্রানীতি:** অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

২. **বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার বাজার পরিচালনা করে এবং অর্থপ্রদানের ভারসাম্যে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বজায় রাখে।

৩. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি এবং ঋণ স্থিতিশীল রাখতে অর্থনীতিতে ঋণ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. **ব্যাংকিং ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিরাপত্তা ও সুস্থতা বজায় রাখার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন করে।

৫. **পেমেন্ট সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট:** বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা করে এবং তহবিলের আন্তঃব্যাংক ফান্ড ট্রান্সফারের মসৃণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

৬. **অর্থ পাচার প্রতিরোধ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে আর্থিক লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে।

৭. **অর্থনৈতিক গবেষণা এবং বিশ্লেষণ:** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে এমন অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়গুলির উপর গবেষণা ও বিশ্লেষণ পরিচালনা করে।

প্রশ্ন-২ পরিচালনা পর্ষদ গঠন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। পরিচালনা পর্ষদের ম্যান্ডেট আলোচনা করুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে: -

১. এক জন গভর্নর;

২. ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি গভর্নর;

৩. চারজন পরিচালক: যারা সরকারের মতে, ব্যাংকিং, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প বা কৃষি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং সক্ষমতা দেখিয়েছেন এমন, এবং তারা সরকারি কর্মকর্তা হবেন না;

৪. সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সরকারি কর্মকর্তা।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ:

বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী

1. পরিচালনা পর্ষদের ম্যান্ডেট হল মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রচার করা এবং আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা।

2. পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা জারি করা, লাইসেন্স এবং অনুমোদন প্রদান, পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা পরিচালনা, জরিমানা এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং আর্থিক ব্যবস্থার সুস্থতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৩. ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী কোন পরিস্থিতিতে পরিচালকের পদ শূন্য হয়? BPE-96তম।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর অধীনে, একটি ব্যাংকের পরিচালকের পদ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শূন্য হতে পারে:

১. **পদত্যাগ:** একজন পরিচালক যদি তার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

২. **অযোগ্যতা:** একজন পরিচালক যদি পদে থাকার অযোগ্য হন। অযোগ্যতার মধ্যে দেউলিয়াত্ব, অস্বস্তি, ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ার অর্জনে ব্যর্থতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৩. **অনুপস্থিতি:** যদি একজন পরিচালক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছাড়াই দীর্ঘ সময়ের জন্য বোর্ড মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকেন।

৪. **অপসারণ:** একজন পরিচালককে যদি শেয়ারহোল্ডাররা একটি রেজোলিউশনের মাধ্যমে অপসারণ করেন।

৫. **মৃত্যু:** পরিচালকের মৃত্যুর ঘটনায়।

৬. **দেউলিয়া বা দেউলিয়াত্ব:** পরিচালক দেউলিয়া হয়ে গেলে।

৭. **আইনি অসামর্থ্য:** পরিচালক দ্বারা কোন আইনি অক্ষমতা ব্যয় করা হলে.
৮. **শেয়ারহোল্ডিং বন্ধ করা:** যদি পরিচালক যোগ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যক শেয়ার রাখা বন্ধ করে দেন।
৯. **অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ কারণ:** ব্যাংকিং কোম্পানি আইনে বা ব্যাংকের অ্যাসোসিয়েশন নিবন্ধে বর্ণিত অন্যান্য শর্ত অনুযায়ী।

এই বিধানগুলি নিশ্চিত করে যে ব্যাংকগুলির পরিচালনার দায়িত্ব দায়িত্বশীল এবং সক্ষম ব্যক্তিদের হাতেই থাকে যা বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার অখণ্ডতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

প্রশ্ন-০৪। সরকার ও ব্যাংকারসের কাছে ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। (জুলাই, ডিসেম্বর-18, নভেম্বর-17)
অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য ব্যাংকের ব্যাংকার ব্যাখ্যা করুন। অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ব্যাংকারস ব্যাংক বলা হয় কেন? (নভেম্বর-16)

সরকারের ব্যাংকার:

- বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে আর্থিক সেবা দিয়ে থাকে
- সরকারী হিসাব এবং লেনদেন পরিচালনা করে
- দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বজায় রাখে

ব্যাংকারসের ব্যাংকার:

- বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংককে আর্থিক সেবা প্রদান করে
- দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করে
- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত লিকিউডিটি বজায় রাখে

প্রশ্ন-০৫ নোট প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন নীতি অনুসরণ করে? (ডিসেম্বর-18)
বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট ইস্যু করার নীতিমালা:

1. **নিরাপত্তা:** বাংলাদেশ ব্যাংক নোটের জাল ও জালিয়াতি থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ করে।
2. **গুণমান:** সহজে চিহ্নিতকরন এবং টেকসই নোট উৎপাদন এবং ইস্যু করার জন্য উচ্চ-মানের মানদন্ড ব্যবহার করা।
3. **প্রাপ্যতা:** বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করে যে বাজারের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নোট পাওয়া যায়।
4. **নকশা:** দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পরিচয় প্রতিফলিত করার জন্য মুদ্রার নোটের নকশা সাবধানে নির্বাচন করা।
5. **সম্মতি:** বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করে যে মুদ্রার প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখার জন্য নোট ইস্যু করা এবং আইনি প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করে।

প্রশ্ন-০৬ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতির প্রধান উপকরণ কী কী? (নভে-১৭, জুন-১৩, মে-১২)
অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতি অনুসরণ করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ কী কী ব্যবহার করে? (নভে-১৭, জুন-১৩, মে-১২)
অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার মুদ্রানীতি অনুসরণ করতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ কী? (জুন-১৭, জুন-২২)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতির প্রধান উপকরণ:

1. **ওপেন মার্কেট অপারেশনস:** অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ সামঞ্জস্য করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রি করে।
2. **রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা:** ব্যাংকগুলিকে আমানত উত্তোলন এবং অর্থপ্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের একটি ন্যূনতম স্তর নির্ধারণ করে দেয়।
3. **সুদের হার:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার নির্ধারণ করে যেটি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে অর্থ ধার দেয় যা ব্যাংক এবং তাদের গ্রাহকদের জন্য ঋণের সুদের হারকে প্রভাবিত করে।
4. **ক্রেডিট সিলিং:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের মোট পরিমাণের একটি সীমা নির্ধারণ করে যা ব্যাংকগুলি দ্বারা অর্থনীতিতে ঋণের সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে।
5. **নৈতিক প্রবণতা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট কিছু কাজ থেকে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করার জন্য প্ররোচনা এবং প্রভাবিত করে। যেমন- সুদের হার বা ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তন।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৭। সেন্ট্রাল ব্যাংক হল ঋণদাতার লাস্ট রিসোর্ট - ব্যাখ্যা করুন। (Nov-17, Dec-15, Dec-14)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল লাস্ট রিসোর্টের ঋণদাতা:

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল ঋণদাতার শেষ অবলম্বন।
২. এর অর্থ হল আর্থিক সঙ্কটের সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, দেশের ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জরুরি ঋণ প্রদানের কর্তৃত্ব রয়েছে।
৩. এই কর্তৃত্ব আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং আর্থিক ব্যবস্থায় পতন প্রতিরোধে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-০৮। দেশে ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকাশিত নির্দেশিকা সম্পর্কে আপনার ধারণার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। BPE-97th।

১. ডিজিটাল ব্যাংকিং কি? একটি ডিজিটাল ব্যাংক এবং একটি প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

ডিজিটাল ব্যাংকিং: একটি ডিজিটাল ব্যাংক হল এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা প্রথাগত শারীরিক শাখা গুলির উপর নির্ভর না করেই প্রাথমিকভাবে অনলাইন বা মোবাইল অ্যাপের মতো ডিজিটাল চ্যানেলগুলির মাধ্যমে তার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে, সুবিধা, দক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতাযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ ব্যাংকিং পরিষেবা সরবরাহ করে। ডিজিটাল ব্যাংকগুলি উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সমাধান প্রদানের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং তাদের গ্রাহক-কেন্দ্রিক পন্থা এবং সুবিন্যস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য পরিচিত।

ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে পার্থক্য:

ক্যাটাগরি	ডিজিটাল ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংক
শাখা উপস্থিতি	কার্যত শারীরিক শাখার থাকে না।	শারীরিক শাখা থাকে।
পরিষেবা/ সার্ভিস গ্রহণযোগ্যতা	ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিষেবাগুলি অনলাইনের প্রদান করা হয়।	অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পরিষেবা অফার করে।
অবকাঠামো	উন্নত প্রযুক্তি অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে।	প্রযুক্তি এবং ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার সমন্বয় ব্যবহার করে।
গ্রাহক সমন্বয়	সমন্বয় প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল।	মুখোমুখি পরিষেবার বিকল্পগুলি প্রদান করে।
খরচ এর গঠন	শারীরিক শাখার অভাবের কারণে পরিচালন খরচ কম ।	ভৌত অবকাঠামোর কারণে উচ্চ পরিচালন ব্যয়।

২. ডিজিটাল ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

ডিজিটাল ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

- সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং শাখাবিহীন পরিচালিত হয়।
- এআই, ব্লকচেইন এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে।
- ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে বিস্তৃত আর্থিক পরিষেবার বিধান করে।
- সাইবার নিরাপত্তা এবং ডেটা সুরক্ষার উপর উচ্চ জোর দেয়।
- উদ্ভাবনী এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে।

৩. আপনি কি মনে করেন যে ডিজিটাল ব্যাংক আমাদের ব্যাংকিং শিল্পে একটি বিঘ্নকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে? মতামত দিন?

বাংলাদেশের ব্যাংকিং শিল্পে ডিজিটাল ব্যাংকগুলির একটি বিঘ্নকারী শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা উদ্ভাবন, বর্ধিত গ্রহণযোগ্যতাযোগ্যতা এবং দক্ষতা নিয়ে আসে, যা গ্রাহকদের জন্য প্রতিযোগিদের থেকে আরও ভাল পরিষেবার দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রযুক্তির ব্যবহার করে, ডিজিটাল ব্যাংকগুলি পরিষেবার বাইরে থাকা স্থানে পৌঁছতে পারে, ব্যক্তিগত পরিষেবা অফার করতে পারে এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা উন্নত করতে পারে। এটি ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকগুলিকে উদ্ভাবন এবং মানিয়ে নেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করতে পারে, যা আরও গতিশীল এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক ব্যাংকিং খাতের দিকে নিয়ে যায়। যাইহোক, সাফল্যের মাত্রা নির্ভর করবে নিয়ন্ত্রক সহায়তা, গ্রাহক গ্রহণযোগ্যতা এবং আস্থা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ডিজিটাল ব্যাংকগুলির ক্ষমতার মতো বিষয়গুলির উপর।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৯ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কী ভূমিকা পালন করে? (জুলাই-18)
অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধু নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবেই কাজ করে না, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য কতদূর সত্য ব্যাখ্যা করুন? নভেম্বর-16

উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা:

১. ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং কার্যাবলীর পাশাপাশি, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবেও কাজ করে, বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রচার করে।
২. কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের মতো অগ্রাধিকার খাতগুলিতে কম খরচে ঋণ প্রদানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থার নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।
৪. অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন প্রচারের উপর ফোকাস সহ, বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি চালনা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন-10 বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক কী ব্যবস্থা নিতে পারে? ডিসেম্বর-14।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থা: বাংলাদেশ ব্যাংককে মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখার এবং অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

- এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন মুদ্রানীতির পদ্ধতি ব্যবহার করে।যেমন, খোলা বাজারের কার্যক্রম, রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা এবং সুদের হার।
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর মূল উদ্দেশ্য হল মুদ্রাস্ফীতির হার সহনীয় সীমার মধ্যে রাখা, যা সাধারণত সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়।
- সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি একক অংকে রাখতে সফল হয়েছে।

যাইহোক, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য তার প্রচেষ্টায় সজাগ এবং সক্রিয় হয়ে চলেছে, যা টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন-১১। নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পর্কে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন: BPE 97th.

(i) সাধারণ ব্যাংকিং।
(ii) ক্রেডিট/অগ্রিম।
(iii) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি আর্থিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে, যা তিনটি প্রধান ক্রিয়াকলাপে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:

(i) **সাধারণ ব্যাংকিং:** এর মধ্যে প্রতিদিনের ব্যাংকিং কার্যক্রম যেমন আমানত গ্রহণ ও উত্তোলন, লেনদেন পরিচালনা, সঞ্চয় এবং চলতি হিসাবের প্রস্তাব, অর্থপ্রদান এবং স্থানান্তর সহজতর করা, ব্যাংক ড্রাফ্ট এবং চেক জারি করা এবং গ্রাহক হিসাবগুলি পরিজালনা করা ইত্যাদি।

MetaMentor Center

(ii) **ক্রেডিট/অগ্রিম:** ব্যাংকগুলি ব্যক্তি, ব্যবসা এবং অন্যান্য সংস্থাকে ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ঋণ, বন্ধকী ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ, ক্রেডিট লাইন, ওভারড্রাফ্ট সুবিধা এবং অন্যান্য ধরনের ঋণ। তারা ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করে, ঝুঁকি পরিচালনা করে এবং এই ঋণের পরিশোধ নিশ্চিত করে।

(iii) **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য:** তারা লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা, বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন সহজতর করা, বাণিজ্য অর্থ প্রদান করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিধি ও অনুশীলনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের মতো পরিষেবাগুলির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য এবং অর্থপ্রদানের প্রক্রিয়াকে মসৃণ করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-12। অর্থ সরবরাহ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন উপকরণ আলোচনা করুন? জুন-14, ডিসেম্বর-13।
অথবা, ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায়? ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করুন।
অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপকরণ ব্যাখ্যা করুন। ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়?

ঋণ নিয়ন্ত্রণ: ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রসারিত ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে গৃহীত ব্যবস্থাকে বোঝায়। এটি সুদের হার নির্ধারণ, রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা, ঋণ ও আমানতের অনুপাত, এবং ক্রেডিট সিলিং এর মতো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়। উদ্দেশ্য হল আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং অর্থনীতিতে ঋণের প্রবাহ পরিচালনা করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি:

১. **রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা:** ব্যাংকগুলিকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে রিজার্ভ হিসাবে জমা রাখতে হয়।
২. **মুদ্রানীতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের সরবরাহকে প্রভাবিত করার জন্য সুদের হার সমন্বয় এবং উন্মুক্ত অর্থ বাজার কার্যক্রমের মতো মুদ্রানীতির পদ্ধতি ব্যবহার করে।
৩. **ক্রেডিট সিলিং:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণ এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে ব্যাংকগুলির ঋণের পরিমাণের সীমা নির্ধারণ করে থাকে।
৪. **নৈতিক প্রবণতা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার প্রভাব ব্যবহার করে ব্যাংকগুলিকে তার নির্দেশিকা এবং নীতিগুলি অনুসরণ করতে বাধ্য করে।
৫. **প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সরাসরি ক্রেডিট রেশনিং এবং নির্বাচনী ক্রেডিট/ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে।

প্রশ্ন-13। মুদ্রানীতির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী?

১) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
২) টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রচার করা।
৩) একটি স্থিতিশীল বিনিময় হার বজায় রাখা।
৪) অর্থনীতিতে অর্থ ও ঋণের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
৫) দেশের জন্য আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন-14। নির্বাচনী ঋণ নিয়ন্ত্রণ কি? ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য আলোচনা কর। 21 ডিসেম্বর।
বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্বাচিত ক্রেডিট/ঋণ নিয়ন্ত্রণ:

১) নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট খাত বা কার্যক্রমের প্রতি ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
২) সুদের হার পরিবর্তন, ঋণের সীমা নির্ধার, এবং রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা নির্বাচনী ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়।
৩) বাংলাদেশে নির্বাচনী ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন।
৪) যদিও এই উদ্দেশ্যগুলির কিছু অর্জনে সফল হয়েছে, তবে কিছু ঋণগ্রহীতার দ্বারা অনানুষ্ঠানিক ঋণ বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাগুলিকে ফাঁকি দেওয়ার মতো ফলাফলও রয়েছে।

প্রশ্ন-15। ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১. এ উল্লিখিত ক্রেডিট/ঋণ সীমার সাধারণ সীমাবদ্ধতাগুলি বর্ণনা করুন। BPE-96-তম।
বাংলাদেশের ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এ উল্লিখিত ক্রেডিট/ঋণ সীমার সাধারণ সীমাবদ্ধতাগুলি হল:

১. একটি ব্যাংকিং কোম্পানি তার নিজস্ব শেয়ারের বিপরীতে ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করবে না।
২. জামানত ছাড়া ঋণ বা অগ্রিম কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ যার মধ্যে ব্যাংকারে পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি রয়েছে।
৩. ব্যাংকিং কোম্পানির পরিচালকদের স্বার্থ আছে এমন কোম্পানির ঋণ এবং অগ্রিমের উপর নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
৪. কোনো একক ব্যক্তি বা কোম্পানির ঋণ, অগ্রিম বা অন্যান্য সুবিধার মোট মূল্য ব্যাংকের মূলধনের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা উচিৎ নয়।
৫. এই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা ঋণ বা সুবিধার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন।

এই সীমাবদ্ধতাগুলি ব্যাংকিং ব্যবস্থার আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য এবং বিচক্ষণ ঋণ প্রদানের অনুশীলন এবং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-16. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শাখার নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি কি? ডিসেম্বর-২২।

১) **শারীরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা:** সন্দেহজনক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণের জন্য শাখার প্রবেশপথে সিসিটিভি ক্যামেরা, নিরাপত্তা এলার্ম সিস্টেম, মেটাল ডিটেক্টর এবং নিরাপত্তা কর্মী স্থাপন।

২) **গ্রহণযোগ্যতা কন্ট্রোল:** বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম, স্মার্ট কার্ড এবং পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত কম্পিউটারের মাধ্যমে সীমিত গ্রহণযোগ্যতা, অনুমোদিত কর্মীরা শুধুমাত্র সংবেদনশীল এলাকা বা ডেটা গ্রহণযোগ্যতা করতে পারে তা নিশ্চিত করে।

৩) **নগদ নিরাপত্তা:** লকার, ভল্ট বা নিরাপদ সঞ্চয়, নগদ বান্ডিল বা ব্যাগে ডাই প্যাক অথবা ট্র্যাকার ইনস্টল করা এবং নগদ-হ্যান্ডলিং পদ্ধতিতে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৪) **সাইবার নিরাপত্তা:** সাইবার-আক্রমণ এবং ডেটা লঙ্ঘন প্রতিরোধ করতে ফায়ারওয়াল, অ্যান্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার এবং শক্তিশালী ডেটা এনক্রিপশন সিস্টেম ইনস্টল করা এবং নিয়মিত নিরাপত্তা অডিট পরিচালনা করা।

৫) **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** সম্ভাব্য নিরাপত্তা হুমকি শনাক্ত ও প্রশমিত করার জন্য ব্যাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি তৈরি করা এবং নিরাপত্তা উদ্বেগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা।

প্রশ্ন-১৭। ব্যাংকিং কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশে ব্যাংক কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে?

- টাকা ধার নেওয়া বা সংগ্রহ করা।
- নিরাপত্তার/জামানতের বিপরীতে বা নিরাপত্তা ছাড়াই অর্থের ধার দেওয়া।
- বিল অফ এক্সচেঞ্জ, প্রমিসরি নোট, ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে অঙ্কন, গ্রহণ, তৈরি, ক্রয়, বিক্রয়, সংগ্রহ এবং লেনদেন।
- ক্রেডিট, ভ্রমণকারীর চেক, ক্রেডিট কার্ড এবং সার্কুলার নোট মঞ্জুর করা এবং ইস্যু করা।
- কোন ব্যাংক কোম্পানী উপরে উল্লিখিত ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায়িক ফর্মে জড়িত হবে না।

প্রশ্ন-18। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন 1993 অনুযায়ী ব্যাংকারে ন্যূনতম মূলধন সংক্রান্ত প্রবিধানগুলি কী কী?
ব্যাংক মূলধন দুটি স্তরে বিভক্ত করা হয়:

টায়ার 1 মূলধন: টায়ার 1 মূলধন হল শেয়ারমালিকদের ইক্যুইটি এবং তাদের আর্থিক বিবৃতিতে প্রকাশ করা উপার্জন এবং এটি একটি ব্যাংকের আর্থিক স্বাস্থ্য পরিমাপের প্রাথমিক সূচক। এই তহবিলগুলি কার্যকর হয় যখন একটি ব্যাংককে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ না করে লোকসান শোষণ করতে হয়। টায়ার 1 মূলধন হল ব্যাংকের প্রাথমিক অর্থায়নের উৎস। সাধারণত, এটি প্রায় সমস্ত ব্যাংকারে সঞ্চিত তহবিল ধারণ করে। এই তহবিলগুলি বিশেষভাবে ব্যাংকগুলিকে সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয় যখন লোকসান শোষিত হয় যাতে নিয়মিত ব্যবসায়িক কাজগুলি বন্ধ করতে না হয়।

- কমন ইক্যুইটি টায়ার 1
- অতিরিক্ত টায়ার 1

টায়ার 2 মূলধন: টায়ার 2 মূলধনের মধ্যে রয়েছে অপ্রকাশিত তহবিল যা ব্যাংকারে আর্থিক বিবৃতি, পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ, হাইব্রিড মূলধন উপকরণ, অধস্তন মেয়াদী ঋণ যা ঋণ সিকিউরিটিজ এবং সাধারণ ঋণ-ক্ষতি বা অসংগৃহীত, রিজার্ভ হিসাবে পরিচিত। পুনঃমূল্যায়িত রিজার্ভ হল একটি অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি যা একটি হোল্ডিংয়ের বর্তমান মূল্যের পুনঃগণনা করে যা প্রকৃতপক্ষে রিয়েল এস্টেটের মতো রেকর্ড করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি। হাইব্রিড মূলধন পদ্ধতি হল সিকিউরিটি যেমন পরিবর্তনশীল বন্ড যাতে ইক্যুইটি এবং ডেট উভয় গুণ থাকে।
টায়ার 2 মূলধন হল সম্পূরক মূলধন কারণ এটি টায়ার 1 মূলধনের চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য। সম্পদের সংমিশ্রণের কারণে এটি সঠিকভাবে পরিমাপ করা আরও কঠিন। প্রায়শই ব্যাংকগুলি পৃথক সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করে এই তহবিলগুলিকে উপরের এবং নিম্ন স্তরের পুলে বিভক্ত করে।

- মোট RWA এর কমপক্ষে 4.5% এর কমন ইক্যুইটি টায়ার 1 হতে হবে।
- টায়ার 1 মূলধন মোট RWA এর কমপক্ষে 6.0% হবে।
- ন্যূনতম CRAR অবশ্যই মোট RWA এর 10% হতে হবে।
- অতিরিক্ত টায়ার 1 মূলধন মোট RWA-এর সর্বোচ্চ 1.5% বা CET1-এর 33.33% পর্যন্ত, এর মাঝে যেটি বেশি।
- টায়ার 2 ক্যাপিটালগুলিতে মোট RWA-এর সর্বোচ্চ 4.0% বা CET1-এর 88.89%, যেটি বেশি হবে।

MetaMentor Center

- ন্যূনতম মোট মূলধন এবং মূলধন সংরক্ষণ বাফার অবশ্যই RWA এর কমপক্ষে 12.50% হতে হবে।

রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেটের সূত্র (RWA)

ব্যাংকিং কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী: RWA = এক্সপোজারের পরিমাণ x ঝুঁকির পরিমাণ

এক্সপোজার পরিমাণ: এটি একটি নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা প্রতিপক্ষের কাছে ব্যাংকের মোট এক্সপোজারের পরিমাণ। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এক্সপোজার পাশাপাশি ব্যালেন্স শীট আইটেমগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঝুঁকির পরিমাণ: এটি ঋণগ্রহীতা বা প্রতিপক্ষের ক্রেডিট ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি এক্সপোজারের জন্য নির্ধারিত হার। এই হার বেসেল III নির্দেশিকা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং এক্সপোজার ধরনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।

ক্যাপিটাল টু রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট রেশিও (CRAR)

ব্যাংকিং কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুসারে: ক্যাপিটাল টু রিস্ক-ওয়েটেড অ্যাসেট রেশিও (CRAR) গণনা করা হয় যোগ্য নিয়ন্ত্রক মূলধন ভাগ মোট RWA।

CRAR = মোট যোগ্য মূলধন/ (ক্রেডিট RWA + মার্কেট RWA + অপারেশনাল RWA)

এটি একটি ব্যাংকের মূলধনকে তার ভারযুক্ত-ঝুঁকি- সম্পদের বিরুদ্ধে পরিমাপ করে ব্যাংকের ক্ষতি শোষণ করার ক্ষমতার জন্য একটি মানদণ্ড প্রদান করে। একটি উচ্চ অনুপাত একটি শক্তিশালী আর্থিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক মন্দার নির্দেশ করে। Basel III-এর জন্য ন্যূনতম 10% অনুপাত প্রয়োজন, কিন্তু কিছু ব্যাংক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং বিনিয়োগকারীদের সাথে আস্থা তৈরি করতে আরও উচ্চ স্তরের লক্ষ্য রাখে।

প্রশ্ন-19। ব্যাংকিং কোম্পানি আইনের অধীনে ক্যাশ রিজার্ভ/নগদ রিজার্ভ মজুদ সম্পর্কিত প্রবিধানগুলি কী কী?

নগদ রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা:

সব ব্যাংকিং কোম্পানির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তাদের মূলধনের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ রিজার্ভ রাখা বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময়ে সময়ে নগদ রিজার্ভের হার পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে নগদ আকারে Cash Researve Requirement (CRR) রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ব্যাংকিং ব্যবস্থায়, CRR হল একটি ব্যাংকারে মোট চাহিদা এবং সময়ের দায় (TDTL) এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা সময়ে সময়ে নির্ধারিত নগদের অনুপাত। CRR অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করে। CRR রেশিও এপ্রিল 2021 এ 4.0% হিসাবে সেট করা হয়েছিল।

সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত:

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং ২০১৩ সালে করা সংশোধনী অনুসারে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে-

ক) প্রচলিত ব্যাংকগুলিকে নগদে CRR-এর উপরে এবং তার উপরে সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত/ Statutary Liquidity Ratio (SLR) হিসাবে মোট চাহিদার কমপক্ষে 13% বজায় রাখতে হবে এবং প্রতিদিনের ভিত্তিতে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ যা বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত। মোট চাহিদা এবং সময়ের দায়ের 13% এবং

খ) ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে তা হবে কমপক্ষে ৫.৫%।

প্রশ্ন-20। CRR এবং SLR এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন। ডিসেম্বর-১৯, জুন-২২।

CRR এবং SLR এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য:

দৃষ্টিভঙ্গি	নগদ রিজার্ভের হার (CRR)	সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (SLR)
1. সংজ্ঞা	ব্যাংকগুলিকে তাদের মূলধনের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ রিজার্ভ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে রাখতে হয়।	আমানতের একটি অংশ অবশ্যই নির্দিষ্ট তরল সম্পদে বিনিয়োগ করতে হবে যা বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত।
2. উদ্দেশ্য	ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং ব্যাংকগুলির অত্যধিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা।	ব্যাংকের তারল্য ও স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করা
3. নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক
4.প্রয়োজন হিসাব	মোট চাহিদা এবং সময় জমার একটি নির্দিষ্ট অংশ।	মোট চাহিদা ও সময়ের দায়বদ্ধতার একটি নির্দিষ্ট অংশ।

5. সুযোগ	মোট আমানতের জন্য প্রযোজ্য (চাহিদা এবং সময়)	ব্যাংকারে মোট দায়গুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
6. নমনীয়তা	রিজার্ভ, ঋণ/বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।	নির্দিষ্ট তরল সম্পদে বিনিয়োগের অনুমতি দেয়।
7. উপর প্রভাব তারল্য	সরাসরি তারল্য অবস্থানকে প্রভাবিত করে, ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে।	অন্যান্য উদ্দেশ্যে তহবিলের ব্যবহার সীমিত করে পরোক্ষভাবে তারল্যকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন-২১। শেয়ার কেনার বিধিনিষেধ ব্যাখ্যা করুন।

ব্যাংকিং কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী শেয়ার কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা:

1. **শেয়ারের মালিকানার সীমাবদ্ধতা:** একটি ব্যাংকের শেয়ার একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হবে না এবং তারা একটি ব্যাংকের শেয়ারের দশ শতাংশের বেশি কিনতে পারবে না।
2. **শেয়ার কেনার জন্য শপথপত্রের প্রয়োজনীয়তা:** যে ব্যক্তি একটি ব্যাংকের শেয়ার কিনবে তাকে কেনার সময় একটি হলফনামা জমা দিতে হবে যে তারা অন্য ব্যক্তির এজেন্ট হিসাবে বা অন্যের নামে শেয়ার কিনছে না এবং তারা আগে অন্যের নামে কোনো শেয়ার কিনেনি।
3. **বাধ্যতামূলক শপথ:** এই বিষয়ে একটি শপথ বা ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে।
4. **মিথ্যা ঘোষণার পরিণতি:** যদি ঘোষণাটি মিথ্যা হয়, তবে ঐ ব্যক্তির সমস্ত শেয়ার বাংলাদেশ ব্যাংকে বাজেয়াপ্ত করা হবে।
5. **উল্লেখযোগ্য শেয়ার মালিকানা:** উল্লেখযোগ্য শেয়ার মানে একটি কোম্পানির 5% এর বেশি শেয়ারের মালিকানা।

প্রশ্ন-22। ব্যাংকিং কোম্পানি আইনের অধীনে ঋণ ও অগ্রিমের উপর বিধিনিষেধ কি?
অথবা, ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এ বর্ণিত ঋণ এবং অগ্রিমের সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী? BPE-96 তম।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ ব্যাংকিং কোম্পানিগুলির ঋণ এবং অগ্রিমের উপর নিম্নলিখিত বিধিনিষেধ আরোপ করে:

১. **জামানত হিসাবে কোম্পানির শেয়ার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা:** কোম্পানির শেয়ারগুলিকে ঋণের জামানত হিসাবে ব্যবহার করে ঋণ বা অগ্রিম প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয় না।

২. **অসুরক্ষিত ঋণের উপর বিধিনিষেধ:** ব্যাংকগুলিকে অসুরক্ষিত ঋণ বা অগ্রিম করার অনুমতি দেওয়া হয় না:
   - ব্যাংকের পরিচালকগণ।
   - পরিচালকদের পরিবারের সদস্যরা।
   - যে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট কোম্পানি যেখানে ব্যাংক বা এর পরিচালক বা তাদের পরিবারের সদস্যরা পরিচালক, মালিক বা শেয়ারহোল্ডার হিসেবে জড়িত।
   - ব্যাংক, তার পরিচালক বা তাদের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কোনও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, বা যেখানে এই ব্যক্তিদের ভোটাধিকারের কমপক্ষে 20% অধিকার রয়েছে।।

৩. **নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য ঋণের অনুমোদন:** ব্যাংকগুলিকে ঋণ বা অগ্রিম দেওয়ার জন্য তার অধিকাংশ পরিচালকের (সংশ্লিষ্ট কোনো পরিচালক ব্যতীত) অনুমোদন নিতে হবে:
   - যে কোনো পরিচালক।
   - যে কোনো ব্যক্তি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যেখানে ব্যাংকারে পরিচালকদের একজন অংশীদার, পরিচালক বা গ্যারান্টর হিসেবে আগ্রহী।

MetaMentor Center

৪. **ঋণের মোট মূল্যের সীমাবদ্ধতা:** ব্যাংক এমন কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনও সুবিধা (ঋণ, অগ্রিম বা আর্থিক গ্যারান্টি সহ) প্রদান করতে পারে না যা:
   - ব্যাংকের মোট মূলধনের 15%।
   - ব্যাংকের মোট মূলধনের 25% যদি সহজে বাজারজাতযোগ্য আর্থিক সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত হয়।

"মোট মূলধন" কে পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ তহবিল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সিকিউরিটিজ রয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধানগুলি মেনে চলে।

প্রশ্ন-23। লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি ব্যাংকের বিধিনিষেধ কি?

ব্যাংকিং কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী

- লভ্যাংশ ঘোষণার আগে মূলধনী ব্যয় অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে
- প্রয়োজনীয় মূলধন এবং রিজার্ভের ঘাটতি মানে নগদ লভ্যাংশ ঘোষণার ক্ষেত্রে একটি বাধা
- প্রভিশন ঘাটতি লভ্যাংশ ঘোষণার ক্ষেত্রে একটি বাধা

এই প্রবিধানগুলি নিশ্চিত করে যে মুনাফা বন্টন করার আগে ব্যাংক কোম্পানিগুলি আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং দায়িত্বশীল অনুশীলনগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়।

প্রশ্ন-24। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন 1993 অনুযায়ী

- শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বা বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান
- স্টক, বন্ড এবং সিকিউরিটিজে আন্ডাররাইটিং, বিনিয়োগ এবং পুনঃবিনিয়োগ
- কিস্তি লেনদেন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম লিজ
- উদ্যোগ মূলধন জন্য অর্থায়ন
- মার্চেন্ট ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানি, পারস্পরিক সমিতি, পারস্পরিক কোম্পানি, লিজিং কোম্পানি এবং বিল্ডিং সোসাইটি অন্তর্ভুক্ত

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব:

- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য আর্থিক পরিষেবাগুলির অবধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **দারিদ্র্য বিমোচন:** দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করতে পারে।
- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সবার জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।
- **কর্মসংস্থানের সুযোগ:** আর্থিক খাত চাকরির সুযোগ তৈরি করতে পারে এবং অর্থনীতির সামগ্রিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন-25। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিধি ব্যাখ্যা করুন?

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সিং:

লাইসেন্স প্রদানের আগে, বাংলাদেশ ব্যাংককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সন্তুষ্ট করতে হবে:

ক) আর্থিক অবস্থা;
খ) ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য;
গ) মূলধন কাঠামোর পর্যাপ্ততা এবং উপার্জন ক্ষমতা;
ঘ) স্মারকলিপিতে উল্লেখিত উদ্দেশ্য;
ঙ) জনস্বার্থ;

প্রশ্ন-২৬। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন 1993 অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন 1993 অনুযায়ী:

- আমানত এবং ঋণের জন্য সুদের সর্বোচ্চ হার নির্ধারন করা।
- ব্যক্তিরা যে পরিমাণ ঋণ নিতে পারে তার সীমা নির্ধারন করা।
- ঋণ পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারন করা।
- ঋণ সুদের হারের জন্য গণনা পদ্ধতি নির্ধারন করা।
- ব্যক্তিদের দেওয়া ঋণগুলির উচ্চ সীমা নির্ধারন করা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারন করা।
- জনস্বার্থ এবং মুদ্রানীতি উন্নয়নের জন্য অন্যান্য প্রবিধান নির্ধারন করা।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-27। অর্থা রিন আদালত আইন ২০০৩ এবং ২০১০ এর নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।
অথবা, অর্থ রিন আদালত আইন, ২০০৩ সম্পর্কিত আইনের প্রধান বিধানগুলি আলোচনা করুন। BPE-96th.

অর্থ রিন আদালত আইন ২০০৩ এর নতুন বৈশিষ্ট্য:

- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলা দায়ের এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের সুবিধা দেয়।
- প্রমাণের উপর জোর দেওয়া এবং আদালতে মৌখিক যুক্তিতে কম জোর দেওয়া।
- বিরোধ নিষ্পত্তি সম্মেলন বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে বিরোধের বিকল্প সমাধান করে।
- সীমাবদ্ধতা আইনের সংশোধন, ১৯০৮।
- মতবাদের চূড়ান্ত পরিবর্তন।

অর্থ রিন আদালত আইন ২০১০ এর নতুন বৈশিষ্ট্য:

- ব্যাংক/এফআই বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে এমনকি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ছাড়াই।
- মামলার যেকোনো পর্যায়ে সালিশের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে
- ডিক্রির এক বছরের মধ্যে এক্সেকিউশন মামলা দায়ের করতে হবে।
- আদালত ডিক্রি-ধারকের দ্বারা নির্বাচিত একটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।
- মৃত্যুদণ্ডের মামলায় আপত্তির ক্ষেত্রে জমার পরিমাণ কমিয়ে 10% করা হয়েছে।
- নিলাম বিক্রয়ে দরদাতাদের 20% জমা দিতে হবে যদি উদ্ধৃত মূল্য <10 লক্ষ, 15% 10-50 লক্ষের জন্য, 10%> 50 লক্ষ হয়
- অবশিষ্ঠ অর্থ প্রদানের সময়সীমা 30-90 দিন
- হাইকোর্ট বিভাগে আপিলের সময় ৬০ দিন বাড়ানো হয়েছে
- ডিক্রিটেল পরিমাণের সুদ 8% থেকে বেড়ে 12%, আপিল/রিভিশনের জন্য 16%, উচ্চ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল/রিভিশনের জন্য 18%
- ডিসচার্জড রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে, 25% হারে সুদ চার্জ করা হবে।

প্রশ্ন-২৮। অর্থ রিন আদালত আইন ২০০৩ এর অধীনে মামলা দায়ের করার আগে ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাংকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী।

১) সিকিউরিটিজ বিক্রি বা বিক্রি করার চেষ্টা না করা পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাবে না।
২) উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি করা না গেলে নিলাম বিক্রয় শুরু করা হবে।
৩) নিলাম সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জাতীয় বাংলা দৈনিক এবং অন্য একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।
৪) দরদাতাদের অবশ্যই 10 লাখ পর্যন্ত 20%, 50 লাখ পর্যন্ত 15% এবং উদ্ধৃত মূল্যের 50 লাখের বেশি হলে 10% ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার আকারে জমা দিতে হবে।
৫) দরদাতাদের জন্য মোট অর্থ প্রদান করা উচিৎ যথাক্রমে 30, 60, এবং 90 দিনের মধ্যে, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২৯। আপনি কি মনে করেন অর্থ রিন আদালত এবং দেউলিয়া আইন সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনগুলি ঋণগ্রহীতাদের মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট? আলোচনা করুন. BPE-96 তম।

MetaMentor Center

বাংলাদেশে অর্থ রিন আদালত এবং দেউলিয়া আইনের কিছু শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে ঋণগ্রহীতাদের সাথে কাজ করার জন্য:

১) **অর্থ রিন আদালত আইন:** এটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ আইনি কাঠামো প্রদান করে। এটি দ্রুত ঋণ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে এবং মামলার ব্যাকলগ হ্রাস করে। যাইহোক, কখনও কখনও এটিকে অত্যধিক কঠোর হিসাবে দেখা যেতে পারে, সম্ভাব্যভাবে ঋণগ্রহীতাদের আইনি প্রতিকার চাইতে নিরুৎসাহিত করে।

২) **দেউলিয়া আইন:** এটি দেউলিয়া অবস্থার সুশৃঙ্খল সমাধানে সাহায্য করে। যদিও এটি দেউলিয়া সত্তা পরিচালনার জন্য একটি আইনি প্রক্রিয়া প্রদান করে এর প্রয়োগ জটিল হতে পারে এবং প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হতে পারে।

উভয় আইনই পাওনাদার এবং ঋণগ্রহীতাদের স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্য রাখে। যাইহোক, দ্রুত সমাধান এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে বিশেষ করে ছোট ঋণগ্রহীতাদের জন্য। এই আইনগুলির পর্যাপ্ততা মূলত তাদের বাস্তবায়ন কার্যকারিতা, পুনরুদ্ধার এবং ঋণগ্রহীতা সুরক্ষা উভয়ের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৩০। আপীল এবং পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

- একটি আপিল ফাইল করার জন্য ডিক্রেটাল অ্যামাউন্টের 50% ৫০ লাখ টাকার কম হলে জেলা জজের কাছে আপিল করতে হবে; ৫০ লাখ টাকার বেশি হলে তা উচ্চ আদালতে দাখিল করতে হবে।
- আপিল নিষ্পত্তিতে ফাইল করা থেকে 90 দিন পর্যন্ত সময় লাগে, সম্ভাব্য 30-দিনের এক্সটেনশন সহ।
- একটি পুনর্বিবেচনা মামলা দায়ের করার জন্য decretal পরিমাণের 75% অর্থ প্রদানের দাবি করা হয়।
- সম্ভাব্য 30-দিন এক্সটেনশন সহরিভিশন কেস রেজোলিউশন 60 দিন পর্যন্ত সময় নেয় ।

প্রশ্ন-31। ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ সম্প্রতি ঋণ খেলাপি সংক্রান্ত কিছু বিধান যুক্ত করে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আইনের আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও: BPE-97th.

ক- ইচ্ছাকৃত খেলাপির সংজ্ঞা দাও।

ইচ্ছাকৃত খেলাপি হল এমন একজন ব্যক্তি বা কোম্পানি যা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, ঋণ পরিশোধ করা এড়িয়ে যায় । এটি হতে পারে:

- ব্যাংকারে সম্মতি ছাড়াই অন্য ব্যবসা বা ব্যক্তিদের কাছে ধার করা অর্থ স্থানান্তর করা।
- যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছিল সেই ঋণ বা তহবিলের অপব্যবহার করা।
- ঋণের নিরাপত্তা হিসাবে প্রদত্ত সম্পদের নিষ্পত্তি বা লুকানো।
- ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাংককে বিভ্রান্ত করার জন্য রেকর্ড বা আর্থিক বিবৃতি জাল করা।

খ. একজন খেলাপি গোষ্ঠীর সহপ্রতিষ্ঠান কি নতুন ঋণ প্রদানের জন্য যোগ্য হবে?

বাংলাদেশের একটি খেলাপি গোষ্ঠীর সহপ্রতিষ্ঠান জন্য, নতুন ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা সাধারণত সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে প্রবিধানগুলি হলো:

- খেলাপি সত্তা এবং সহপ্রতিষ্ঠান এর মধ্যে আর্থিক পারস্পরিক নির্ভরতা।
- সহপ্রতিষ্ঠান সামগ্রিক আর্থিক স্বাস্থ্য এবং ঋণ পরিশোধের ইতিহাস।
- সহপ্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপির কোনো কার্যকলাপ জড়িত ছিল কিনা।

গ. অভ্যাসগত ঋণ খেলাপির কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বাংলাদেশে অভ্যাসগত খেলাপিরা গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সূচিত আইনি পদক্ষেপ।
- জামানত হিসাবে প্রতিশ্রুত সম্পদের বাজেয়াপ্ত বা নিলাম।
- উচ্চ সুদের হার এবং ভবিষ্যতের ঋণের জন্য কঠোর শর্তাবলী।
- তাদের ঋণের ইতিহাসের উপর একটি উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব, ভবিষ্যতে অর্থায়ন প্রাপ্ত করা কঠিন করে তোলে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB) কে রিপোর্ট করা, তাদের সামগ্রিক আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে।

ঘ. ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের জন্য আপনি কি ব্যবস্থা নেবেন?

ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের বিরুদ্ধে বেশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে এবং এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- দেওয়ানি এবং ফৌজদারি অভিযোগ সহ আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা।
- ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত করা।
- সম্পদের নিয়ন্ত্রণ জব্দ করা বা দেউলিয়া হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা।
- ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে তাদের অবস্থার প্রকাশ যা তাদের ব্যবসায়িক সুনামকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- আইনি প্রক্রিয়া চলমান থাকলে দেশ ছাড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-32। ব্যাংকিং খাতে শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ? আপনার মতামত দিন। BPE-98 তম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং সেক্টরে সুশাসন উন্নত করার জন্য বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারে:

১. **বর্ধিত তত্ত্বাবধান:** ব্যাংকগুলি পরিচালনার মানগুলি মেনে চলছে তা নিশ্চিত করার জন্য তদারকি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করুন।
২. **স্বচ্ছ রিপোর্টিং:** ব্যাংকগুলিকে স্টেকমালিকদের কাছে গভর্নেন্স অনুশীলন এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
৩. **গভর্নেন্স নির্দেশিকা:** ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এবং বোর্ড সদস্যদের জন্য সুস্পষ্ট শাসন নির্দেশিকা এবং আচরণবিধি বিকাশ ও প্রয়োগ করতে হবে।
৪. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা:** কার্যকরভাবে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন এবং প্রশমিত করার জন্য শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন করতে হবে।
৫. **হুইসেল ব্লোয়ার সুরক্ষা:** ব্যাংকের মধ্যে হুইসেলব্লোয়ারদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।
৬. **প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা:** ব্যাংকের কর্মীদের এবং বোর্ড সদস্যদের গভর্নেন্সের সর্বোত্তম অনুশীলন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা কার্যক্রম প্রদান করতে হবে।
৭. **নিয়মিত অডিট:** পরিচালনার মানগুলির সাথে সম্মতি মূল্যায়ন করতে এবং উন্নতির জন্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে নিয়মিত অডিট এবং পরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।

এই পদক্ষেপগুলি ব্যাংকিং খাতে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং সততাকে উন্নীত করতে পারে, শেষ পর্যন্ত আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে এবং স্টেকমালিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।

প্রশ্ন-32। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ কমাতে কী কী নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ? আপনার মতামত দিন। BPE-98 তম।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং শিল্পে খেলাপি ঋণ কমাতে, নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাগুলির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ:

১. **বর্ধিত তত্ত্বাবধান:** ব্যাংকগুলি বিচক্ষণ ঋণদানের অনুশীলন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মানগুলি মেনে চলে তা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রককে শক্তিশালী করতে হবে।
২. **ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট:** ঋণগ্রহীতার ঋণের যোগ্যতা মূল্যায়ন, লোন পোর্টফোলিও পর্যবেক্ষণ এবং ঋণের ঝুঁকি পরিচালনার জন্য কঠোর নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩. **লোন শ্রেণীবিভাগ এবং বিধান:** ব্যাংকের ঋণ পোর্টফোলিওর প্রকৃত ঝুঁকি প্রোফাইল প্রতিফলিত করার জন্য সময়মত এবং সঠিক ঋণ শ্রেণীবিভাগ এবং বিধানের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগ করতে হবে।
৪. **শাসন ও স্বচ্ছতা:** ঋণদান কার্যক্রমে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার উন্নীত করার জন্য প্রশাসনের মান, বোর্ডের তদারকি এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উন্নত করতে হবে।
৫. **আইনি কাঠামো:** দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগ সহ ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোর উন্নতি করতে হবে।
৬. **ক্যাপাসিটি বিল্ডিং:** ক্রেডিট রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের কৌশল সম্পর্কে ব্যাংক কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ প্রদান করতে হবে।
৭. **ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো:** ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে আরও ভাল ক্রেডিট রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এবং ব্যাংকগুলির মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করা যায়।

এই ব্যবস্থাগুলো খেলাপি ঋণের ঝুঁকি কমাতে এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও স্থিতিশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-33। ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, 2023 এর ধারা 77-ক, বাংলাদেশ ব্যাংককে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনি ক্ষমতা প্রদান করেছে যেমন দুর্বল ব্যাংক কোম্পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য PCA (Prompt Corrective Action) এবং একীভূতকরণ, পুনর্গঠন ইত্যাদির মতো কিছু সমাধানমূলক ব্যবস্থা। আপনি কি বিবেচনা করেন যে এই সংশোধনী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত ব্যবস্থা ব্যাংকিং খাতে আরও শৃঙ্খলা ও সুশাসন আনতে ভূমিকা রাখবে?

হ্যাঁ, ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, 2023-এর ধারা 77 ক-এর সংশোধনী, যা বাংলাদেশ ব্যাংককে (Prompt Corrective Action) এবং দুর্বল ব্যাংক কোম্পানিগুলির জন্য একীভূতকরণ এবং পুনর্গঠনের মতো রেজোলিউশন ব্যবস্থার মতো দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আইনি কর্তৃত্ব প্রদান করে। ব্যাংকিং খাতে আরও শৃঙ্খলা ও সুশাসন আনতে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখতে পারে।

1. **প্রারম্ভিক হস্তক্ষেপ:** PCA বাংলাদেশ ব্যাংককে দ্রুত হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় যখন একটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়, আরও অবনতি এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকি প্রতিরোধ করে।
2. **শৃঙ্খলা:** কঠোর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এবং রেজোলিউশন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে, সংশোধনীটি ব্যাংকগুলির মধ্যে শৃঙ্খলাকে উৎসাহিত করে, তাদের ভাল আর্থিক অনুশীলন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে উৎসাহিত করে।
3. **স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা:** সংশোধনীটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার সময়মত প্রতিবেদন এবং প্রকাশ এবং গৃহীত নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপের প্রয়োজনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়ায়।
4. **স্থিতিশীলতা:** একীভূতকরণ বা পুনর্গঠনের মতো সমাধানমূলক পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করা দুর্বল ব্যাংকগুলিকে স্থিতিশীল করতে এবং সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই পদক্ষেপগুলি বাংলাদেশ ব্যাংককে কার্যকরভাবে ব্যাংকিং সেক্টরে দুর্বলতা মোকাবেলা করতে, স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং সুশাসনকে শক্তিশালী করবে।

প্রশ্ন-৩৪। Bangladesh Bank Order, 1972 এর আইনি অবস্থা বর্ণনা করুন।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, 1972, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলী এবং কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রাথমিক আইন হিসাবে কাজ করে। 1971 সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই দেশের আর্থিক অবস্থা ও আর্থিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছিল।

আইন হিসাবে, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, 1972, উল্লেখযোগ্য আইনি কর্তৃত্ব ধারণ করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমের ভিত্তি কাঠামো হিসাবে কাজ করে। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্দেশ্য, ক্ষমতা এবং কার্যাবলীর রূপরেখা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, 1972, বিকশিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং আর্থিক চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। এটি সরকার দ্বারা প্রয়োগ করা হয় এবং দেশের ব্যাংকিং এবং আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা প্রবিধান, নির্দেশাবলী এবং নীতিগুলির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এইভাবে, এটি যথেষ্ট আইনি ক্ষমতা ধারণ করে এবং বাংলাদেশের আর্থিক স্থীতিশীলতা গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৩৫। আমানত সংগ্রহের জন্য NBFIS-এর সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী? বাংলাদেশে কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, 2023-এ কোন বিধান গৃহীত হয়েছে?

আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs) বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়:

1. **আমানত সংগ্রহের উপর বিধিনিষেধ:** NBFI-গুলিকে প্রথাগত ব্যাংকগুলির মতো চাহিদা আমানত সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। তারা সাধারণত স্থায়ী আমানত বা মেয়াদী আমানতের অন্যান্য ফর্ম সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
2. **আমানত বীমার অভাব:** ব্যাংকের বিপরীতে, NBFI-এর আমানতগুলি আমানত বীমা প্রকল্পের আওতায় পড়ে না, যা আমানতকারীদের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগের কারণে তাদের কাছে তহবিল রাখতে বাধা দিতে পারে।
3. **নিয়ন্ত্রক সীমা:** NBFI-এর আমানতের পরিমাণ এবং প্রকারের উপর নিয়ন্ত্রক সীমা সাপেক্ষে, সেইসাথে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কঠোর প্রবিধান দিয়ে থাকে।
4. **আস্থা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা:** NBFIs আমানতকারীদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরিতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে।

MetaMentor Center

ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্ট, 2023, বাংলাদেশে কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য বিধান প্রবর্তন করেছে:

1. **মালিকানা বিধি:** আইনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ স্তরের বিদেশী মালিকানার অনুমতি দিতে পারে, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এই খাতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।
2. **বিনিয়োগ প্রণোদনা:** আইনটি মূলধন প্রবাহকে আকর্ষণ করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ট্যাক্স ছাড়ের মতো বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করতে পারে।

3. **সুবিন্যস্ত নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া:** আইনটি বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা অধিগ্রহণ করতে চাওয়া বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রবাহিত করতে এবং আমলাতান্ত্রিক বাধাগুলি হ্রাস করতে পারে।
4. **গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ডস:** আইনটি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে প্রশাসনের মান এবং স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা প্রবর্তন করতে পারে।

প্রশ্ন-৩৬। এবিসি ব্যাংক পিএলসি 4.00 কোটি টাকা পাওনা মিঃ 'এক্স' এর নিকট যা খেলাপি ঋণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত ঋণের সাথে 3.50 কোটি টাকা জামানত হিসাবে বন্ধক রাখা হয়েছিল। অর্থ রিন আদালত আইন, 2003 অনুযায়ী ব্যাংক ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে? BPE-98 তম ।

অর্থ রিন আদালত আইন, 2003 অনুযায়ী, খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার করতে ব্যাংক নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে:

1. **আইনি নোটিশ:** ব্যাংক জনাব 'X'-কে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সাধারণত 30 দিনের মধ্যে বকেয়া ঋণের পরিমাণ পরিশোধের দাবিতে একটি আইনি নোটিশ জারি করবে।
2. **একটি মামলা দায়ের করা:** যদি জনাব 'X' আইনি নোটিশ পাওয়ার পর ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক তার বিরুদ্ধে অর্থ রিন আদালতে (মানি লোন কোর্ট) মামলা দায়ের করবে।
3. **আদালতের কার্যক্রম:** আদালত শুনানি পরিচালনা করবে যেখানে উভয় পক্ষ তাদের যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করবে।
4. **রায়:** উপস্থাপিত প্রমাণ বিবেচনা করার পরে, আদালত জনাব 'এক্স'-কে বকেয়া ঋণের পরিমাণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়ে একটি রায় দেবে।
5. **রায় কার্যকর করা:** আদালতের রায় অনুযায়ী জনাব 'এক্স' এখনও ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য রায় কার্যকর করতে এগিয়ে যেতে পারে।
6. **জামানত বিক্রয়:** জামানত হিসাবে টাকা পরিমাণ। 3.50 কোটি টাকা বন্ধক রাখা হয়েছে, ব্যাংক বকেয়া ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য জামানত বিক্রি করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, অর্থ রিন আদালত আইন, 2003, অর্থ ঋণ আদালতের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার করার জন্য ব্যাংকগুলির জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে, ঋণ পুনরুদ্ধারের মামলাগুলির দ্রুত এবং দক্ষ সমাধান নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন -37। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, 1972 অনুযায়ী সমন্বয় পরিষদের কাঠামো?
সমন্বয় পরিষদের সদস্যরা হলেন-

- অর্থমন্ত্রী (চেয়ারম্যান)
- বাণিজ্যমন্ত্রী (সদস্য)
- গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (সদস্য)
- সচিব, অর্থ বিভাগ (সদস্য)
- সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (সদস্য)
- সদস্য (প্রোগ্রামিং), পরিকল্পনা কমিশন (সদস্য)

MetaMentor Center

প্রশ্ন-38। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, 1972 অনুযায়ী সমন্বয় পরিষদের প্রধান কার্যাবলী?
সমন্বয় পরিষদের প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে:

- সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সমন্বয় করা, যার মধ্যে আর্থিক বিনিময় হারের কৌশল এবং নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত।
- বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, এবং রাজস্ব, আর্থিক এবং বহিরাগত হিসাবগুলির সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা।
- বেসরকারী খাতের ঋণের প্রয়োজনীয়তা, আর্থিক সম্প্রসারণ, মূল্যস্ফীতি এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিট বৈদেশিক সম্পদ বিবেচনা করে সরকারী খাতের ঋণ নির্ধারণের জন্য বাজেট চূড়ান্ত করার আগে বৈঠক।
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি এবং লক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা এবং সংশোধন করার জন্য কমপক্ষে ত্রৈমাসিক বৈঠক করা।
- বার্ষিক বাজেটের আগে এবং পরে সরকারের ঋণের সীমা বিবেচনা করা।

প্রশ্ন-৩৯। অর্থ রিন আদালত আইন, 2003 এর অধিনে আপীল এবং পুনর্বিবেচনার (ধারা 40-44) জন্য প্রণীত বিধান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

অথবা, অধ্যায় VII, ধারা 40-44-এ হ্রাসকৃত পরিমাণের উপর ভিত্তি করে আপীল এবং একটি পুনর্বিবেচনা মামলা দায়ের করার জন্য প্রয়োজনীয়তা এবং সময়সীমা কী কী?

আপীল দায়ের করার জন্য, আপীলকারীকে ডিক্রিটেল পরিমাণের 50 শতাংশ দিতে হবে। ডিক্রেটের পরিমাণ ৫০ লাখ টাকার কম হলে জেলা জজের কাছে আপিল করতে হবে; ৫০ লাখ টাকার বেশি হলে তা উচ্চ আদালতে দাখিল করতে হবে। আপিল অবশ্যই 90 দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে, আরও 30 দিন বাড়ানো যাবে (ধারা 41) ।

একটি পুনর্বিবেচনা মামলার জন্য, রায়ের দেনাদারকে অবশ্যই হ্রাসকৃত পরিমাণের 75 শতাংশ দিতে হবে। মামলাটি অবশ্যই 60 দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে, আরও 30 দিন বাড়ানো যাবে (ধারা 42)।

Chapter End

For order visit: www.metamentorcenter.com or
SMS WhatsApp: 01917298482

MetaMentor Center